কালের কণ্ঠ

25 JAN 2017

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে ভিসি প্রোভিসি প্রক্টররা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

অবশেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসনে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের দপ্তরে এলেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা। তাঁরা রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন মন্ত্রীর সঙ্গে। তবে বৈঠক চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ডা. কামরুল ইসলাম খান উপস্থিত না থাকলেও মন্ত্রী তাঁর দপ্তর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় ভিসি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের টিমে যোগ দেন।

বৈঠক সূত্র জানায়, মন্ত্রীর কক্ষে এ সময় ভিসি অনুসারী বলে পরিচিত একাধিক প্রোভিসি, প্রক্টরসহ অন্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভিসি ও প্রক্টরবিরোধী অবস্থানে থাকে প্রোভিসি অধ্যাপক ডা. জাকারিয়া স্বপনও উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী এ সময় দুই পক্ষের বক্তব্য শুনে এ ধরনের সমস্যা নিজেদেরই মিটিয়ে ফেলে যার যার দায়দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার পরামর্শ দেন। বৈঠকে বিএমএ ও স্বাচিপের কয়েকজন নেতাও উপস্থিত ছিলেন।

পরে ভিসি অধ্যাপক ডা. কামরুল ইসলাম খান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'যানজটে আটকা পড়ায় বৈঠকে আমার উপস্থিত হতে কিছুটা বিলম্ব হয়। তবে মন্ত্রী আমাদেরকেই সমস্যা সমাধানে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন।'

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার প্রোভিসি অধ্যাপক ডা. এ এস এম জাকারিয়া স্বপন ও প্রক্টর অধ্যাপক ডা. হাবিবুর রহমান দুলালকে ঘিরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অপ্রীতিকর ঘটনা সৃষ্টি হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কার্যালয়ে একটি বৈঠককে কেন্দ্র করে অন্যান্য ভবন ও ক্যাম্পাসে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দুই পক্ষের অনুসারীরা এ সময় ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার লিপ্ত হয়। পরে ভিসির হস্তক্ষেপে পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষীদের সহায়তায় পরিস্থিতি শান্ত হয়। যদিও পরের দিন আবারও পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

ঘটনার পর থেকেই প্রোভিসি অধ্যাপক জাকারিয়া স্বপন গণমাধ্যমের কাছে অভিযোগ করতে থাকেন—ভিসি ও প্রক্টর মিলে তাঁকে মারধর করেছেন।

অন্যদিকে ভিসি ও প্রক্টর দুজনই অধ্যাপক স্বপনকে মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, মূলত জাকারিয়া স্বপন নিজেই নিজের নানা অপকর্ম ও দুর্নীতি আড়াল করার কৌশল হিসেবে অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত করেন। সেই সঙ্গে দলবল নিয়ে ক্যাম্পাস উত্তপ্ত করেছেন।

ভিসি অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান কালের কণ্ঠকে বলেন, একটি মহল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। ওই চক্র বিভিন্ন ইস্যুতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ অস্থিতিশীল করতে চায়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে এ ধরনের যেকোনো তৎপরতার বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।